DL/61 Postal Registered No. SSRM/KOL. RMS/WB/RNP-042/2007-09
For circulation to Subscribers only Price : Rs. 2

ব্রাহ্ম সম্মিলন বার্তা

ব্রাহ্ম সম্মিলন সমাজ

১-এ, ডাঃ রাজেন্দ্র রোড, কলকাতা-৭০০ ০২০
Brahmo Sammilan Barta ❑ Brahmo Sammilan Samaj

ষোড়শ বর্ষ ঃ দ্বাদশ সংখ্যা | মার্চ ২০১১ | ফাল্গুন-চৈত্র ১৪১৭

—ঃ সূচীপত্র ঃ—

এ মাসের নিবেদন ঃ
যুগান্তকারী রামমোহন — ১
সবুজ সমুদ্রের পারের বালেশ্বর ১৪১তম আষাঢ়োৎসব — ২
স্মরণিকা — ৪
সাপ্তাহিক উপাসনা ও স্মরণ — ৪
২০১১ এপ্রিল মাসের সাপ্তাহিক উপাসনার আংশিক কার্যসূচী — ৫
নূতন সভ্য-সভ্যা — ৫
শোক সংবাদ — ৫
ভ্রম সংশোধন — ৫
কৃতজ্ঞতা স্বীকার — ৫
বিশেষ ঘোষণা — ৬
Notice — ৬

সমাজ কার্যালয়ে যোগাযোগের সময় ঃ
প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬-৩০টা থেকে ৮-৩০টা
Telephone No. (033) 6450-0915

এ মাসের নিবেদন

যুগান্তকারী রামমোহন

রামমোহন উপাসনাতে বাংলা ভাষার প্রবর্ত্তন করায় এদেশীয় ভাষার যে কতখানি উপকার করেছিলেন তা আজ স্বয়ং স্বীকৃত এবং নিশ্চিতরূপে যুগান্তকারী। পরবর্ত্তীকালে বাংলা ভাষার আরও উৎকর্ষ সাধন করেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্র সেন। শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী ও বঙ্কিমচন্দ্র, কেশবচন্দ্রের ভাষাকে আদর্শরূপ মনে করতেন।

রামমোহনের ধর্মসংস্কারের এই সার্বিক প্রচেষ্টা যুগান্তকারী ঘটনার পরিচায়ক।

শিক্ষাসংস্কার ঃ- রামমোহন শিক্ষাসংস্কার ও শিক্ষাপ্রচারে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন কারণ তিনি অনুভব করেছিলেন যে দেশবাসীর কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস ও মানসিক জড়তা দূর করতে প্রয়োজন প্রকৃত শিক্ষাব্যবস্থা। শিক্ষাকে তিনি সমাজকল্যাণ ও জাগতিক উন্নতির, উভয়রূপেই গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তাই সর্বপ্রথমে নিজেকে শিক্ষিত করার এবং সর্ববিষয়ে জ্ঞান অর্জনের জন্য বহু ভাষায় পারদর্শিতা অর্জন করেন, যথা- বাংলা, সংস্কৃত, পারসি, আরবী, ইংরাজি, হিব্রু, ল্যাটিন, গ্রীক, ফরাসি এবং এমন কি তিব্বতী ভাষা।

দেশের সকলকে সর্বাধিক সত্যের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে তিনি বাংলা ভাষা এবং গদ্যসাহিত্যের উন্নতির কাজে হাত দিলেন। তিনি তখন চলতি গৌড়ীয় ভাষার গোটা ব্যাকরণ রচনা করলেন। এর চেয়ে পুরাতন আর কোন ব্যাকরণ ভারতবাসীর রচিত পাওয়া যায় নাই।

রামমোহন বাংলা ভাষায় সংবাদকৌমুদী ও পারসি ভাষায় "মীরাত্ উল আখ্বার" (সংবাদ দর্পণ) বার করেন। এই দেশের সাংবাদিকতায় তিনি একজন পথিকৃত। বিজ্ঞান শিক্ষা দেবার জন্য তিনি ভূগোল, জ্যামিতি শাস্ত্র বাংলায় রচনা

করেন। তাই তিনি বিজ্ঞান শিক্ষারও আদিগুরু।

উপনিষৎ ও বেদান্তের প্রতি তিনিই প্রথম দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বাংলাতে বেদান্তসূত্র প্রকাশ করবার পূর্বেই ইন্দিতে বেদান্ত ভাষ্যের অনুবাদ রচনা তিনি প্রকাশ করেন। বাঙালি হলেও তিনি প্রাদেশিকতার সংকীর্ণতা দূর করবার প্রয়াসে সারা ভারতে হিন্দি ভাষা প্রচারে অগ্রদূত ছিলেন। বর্ত্তমান যুগে হিন্দি সাহিত্য রচনার আদিমতম লেখক চতুষ্টয়ের মধ্যেও তিনি একজন। সার্বভৌম ভারতের জন্য সেই যুগেও তাঁর দৃষ্টি ছিল। প্রাদেশিকতা তাঁর চক্ষুশূল ছিল। ইংরাজি ভাষা শিক্ষা ভারতকে সম্মিলিত ও পৃথিবীর সঙ্গে যুক্ত করবে, বিজ্ঞানের মধ্য দিয়ে সত্যকে মুক্ত করবে, তাই ছিল তাঁর কাম্য। অথচ সর্বভারত এক ভাষায় যুক্ত হয়, তাই হিন্দির তিনি সমর্থন করেন।

স্ত্রীশিক্ষা ও নারী স্বাধীনতা ঃ-

রামমোহন তাঁর মানসিকতায় উপলব্ধি করেছিলেন যে ভারতবর্ষের মানুষের কোন উন্নতি সাধন সম্ভব নয়, স্ত্রীজাতির শিক্ষা ও স্বাধীনতা ব্যতিরেকে। তার প্রধান কারণ রূপে তিনি নির্ধারণ করেছিলেন যে শিশুর শিক্ষার সূত্রপাত হয় তার মায়ের মধ্য দিয়েই। সুতরাং মাতৃজাতির অশিক্ষা ও কুসংস্কারের প্রভাব শিশুর জীবন গঠনে পড়া অবশ্যম্ভাবী।

শিক্ষাদীক্ষার অভাবে ও সমাজের অবিচারে তখন নারীদের অনেক দুঃখ-দুর্গতি ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়াতে স্ত্রীশিক্ষার প্রসার না ঘটায় বাঙালি নারীর ছিল না কোনও ব্যক্তিসত্বা বা স্বাধীনতা। মানবিক সকল অধিকার থেকে নারী ছিল বঞ্চিত। তাই অপ্রাপ্ত বয়স থেকেই তাদের বিবাহ হয়ে যেত এবং কারও বা বহুপত্নীকে স্বামীর ঘর করতে হোত নীরবে সব কিছু সহ্য করে। স্বামীর মৃত্যুর পর স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় যেতে হত সহমরণে— এক পাশবিক অত্যাচারের মাধ্যমে। পুরুষশাষিত সমাজপতিরা নারীদের কোনও অধিকার মানতে ছিলেন অরাজি। এই সকল নারীদের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে তাঁদের ন্যায্য অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করতে এগিয়ে এলেন রামমোহন রায়। তিনি ভাবলেন নারীমুক্তির কথা। অন্ধকার থেকে নারীকে নিয়ে এলেন জ্যোতির্ময় আলোকে। সে এক যুগান্তকারী ঘটনা। বহু বিরুদ্ধতার সঙ্গে লড়াই করে তিনি সতীদাহ প্রথা ১৮২৯ সালে আইনতঃ রহিত করান। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল যে আজও এই আধুনিক যুগেও মাঝে মাঝে আমাদের দেশে ঘটে সতীদাহ এবং নারীজাতির উপর নানা ভাবে নিপীড়ন লাঞ্ছনা, বিভীষিকাময় পণ প্রথার মাধ্যমে।

তখনকার দিনের সমাজপতিরা শাস্ত্রের বিকৃত দোহাই দিয়ে নানা কুসংস্কার মানুষের মনের ভিতরে গেঁথে দিয়েছিলেন। যথা- মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে ব্যাভিচারিণী হয় এবং স্বামী ও গুরুজনদের অবজ্ঞা করতে শেখে। মেয়েদের অর্থ উপার্জন করতে হয় না বলে তাদের বিদ্যাশিক্ষারও কোন প্রয়োজন নেই। মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে বিধবা হয় ইত্যাদি।

— শ্রীপ্রণব রায়

রাজা রামমোহন রায়ের ২৩৮ তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রদত্ত শ্রদ্ধাঞ্জলি (২২/০৫/২০১০)

সবুজ সমুদ্রের পারের বালেশ্বর ঃ ১৪১তম আষাঢ়োৎসব

বুধবার ১৪ই। আজ বালেশ্বর উৎকল নববিধান ব্রাহ্ম সমাজের ১৪১তম জন্মোৎসব— যা আষাঢ়োৎসব বলে পরিচিত। দেবাশিস ভোরে উঠে পাঁচটার মধ্যে ঘুরে চা খেয়ে ফিরে আমাদের ঘরে ঢুকলে। ছবি তুলল। আমাদের ততক্ষণে স্নান হয়ে গেছে। তারপর দরজার ধাক্কা দিয়ে মানসী সৌরভকে ওঠাল। সে এসে চা পাউরুটি মাখন কিনতে গেলো কারণ ভোরের চা মনে হল বেশ জমবে। একে একে সবাই দারুণ সেজেগুজে আমাদের ঘরে এল। দেবাশিস প্রায় সাদা পাঞ্জাবী পায়জামা। উজ্জ্বল ও চন্দনা গাঢ় মেরুন রঙের পোষাকে, রীতা সুন্দর ঘি-রঙের শাড়ীতে, কস্তুরী গাঢ় কমলা রঙের উপর সাদা ফুল ও সঙ্গে মেলানো জামা ও যথোপযুক্ত গহনায়, মানসী রঙিন সিল্কের শাড়ীতে আর আমি আমার এক ছাত্রীর দেওয়া বাদামী

রঙের টাঙ্গাইলে, সৌরভ গাঢ় নীল রঙের পাঞ্জাবী পায়জামাতে, মন্দিরা নীল লঙের সালোয়ার কামিজে, তিতিন থ্রি-কোয়ার্টার জিনস্ এর প্যান্টে আর গেঞ্জিতে। কারণ নতুন জামাটা চাঁদিপুরে সমুদ্র স্নান করে এসেছিল। আচার্য সাদা পাঞ্জাবী চাদরে শোভমান। ৯টায় আবার কাগজের প্লেট ও বাক্সে লুচি, আলুর দম, সিঙাড়া, বড়া, মিষ্টি খেয়ে গাড়ী বোঝাই হয়ে মন্দির। আমরা দশটায় পৌছে গেছি। সাড়ে দশটায় উপাসনা আরম্ভ হবে। ভালো হারমোনিয়াম ছিল। খোল ও তবলা বাদক এলেন। তাঁকে উজ্জ্বল ও আমি তাল, লয় বোঝালাম। মাইক্রোফোন খুব ভালো ছিল।

সবাই গুছিয়ে বসা হল। আমি হারমোনিয়ামে। বাঁ পাশে মেয়েরা ও ডানপাশে ছেলেরা। আস্তে আস্তে হলে ভক্তরা আসতে আরম্ভ করলেন। অমিতাভ বেদীতে বসলেন। অমরেন্দ্র বাবু প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীর নাম পড়ে শোনালেন।

বৈতালিক শুরু করলাম। প্রথম গান 'জগত জুড়ে উদার সুরে আনন্দগান বাজে'। মন্দিরা বাজাচ্ছিল সৌরভ ও চন্দনা। দারুণ লাগছিল গাইতে, শুনতেও বোধ হয়। কারণ অনেকে চোখ বুজে দুহাতে তাল দিচ্ছিলেন। এরপর কস্তুরী, রীতা, মানসী একক ও সমবেতভাবে গাইল 'হৃদয় দুয়ারে কে আইল'। গানগুলি কোলকাতা থেকে ছাপিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সবাই মনোযোগ দিয়ে পড়ছিলেন ও গাইছিলেন। তৃতীয় গান 'যেথায় তোমার লুঠ হয়েছে ভুবনে'। বৈতালিক শেষ হল। এবার ব্রহ্মোপাসনা।

অমিতাভর গম্ভীর সুরে ওঁ ব্রহ্ম মন্ত্র উচ্চারণের পর আরও মন্ত্রের ধ্বনি হলকে ভরিয়ে তুলল। তারপর আমরা উদ্বোধনের গান ধরলাম — "নব আনন্দে জাগো"। এরপর সৌরভ যে সপ্তাহের বেশী সময় কোর্টের চত্বরে কাটায় আর মামলা লড়ে সে মন প্রাণ দিয়ে গাইল "আমারে দিই, তোমার হাতে নূতন করে নূতন প্রাতে"। আবার উপাসনার পর আরাধনায় সকলে গাইলাম জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের "হৃদয়াসনে এসো হে"। তারপর উজ্জ্বলের কণ্ঠে " জাগ্রত বিশ্ব কোলাহল মাঝে"। আর দেবাশিস গাইল "কে গো অন্তরতর সে"। তারপর আরাধনা। মহিলা উৎসবের দিন দেখেছিলাম উপস্থিত ভক্তমণ্ডলীর করজোড়ে প্রার্থনা মন্ত্র উচ্চারণ করছিলেন এবং তাঁদের বসার মধ্যে স্থির ধীর নিবেদনের ভাব ছিল যেটা আমাদের কলকাতার সাধারণ ভক্তমন্ডলীর মধ্যে কম দেখি। যে তফাৎগুলি খুব চোখে পড়ল তা হচ্ছে মন্দিরে জল পান না করা, মোটামুটি সাদাসিধা সাজ পোশাকে উপস্থিতি ইত্যাদি নিয়ম আমরা মানি। কিন্তু উপাসনার সময় একাগ্রতার অভাব, সমবেত মন্ত্র উচ্চারণ না করা এসবও আমাদের চোখে পড়ে। কিন্তু বালেশ্বরে অনেকেই জল নিয়ে বসেছেন এবং বৃদ্ধা বা ছোটরা উপাসনা গৃহের জল পান করছেন প্রয়োজনে আর সাজ পোশাকও বেশ জমকালো — উৎসবের আমেজ নিয়ে এসেছে। কিন্তু প্রার্থনার সময় ওঁদের তন্ময়তা আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। নিবেদনে আচার্য সে কথা আলোচনাও করলেন যা ওঁকে পীড়া দেয়। এরপর চন্দনা নিবেদন করল "আমি কেমন করিয়া জানাব" ও তারপর সমবেত কণ্ঠে গাইলাম " কবে তব নামে রব আমি জাগি"। প্রার্থনার শেষে উজ্জ্বলের নিবেদন " আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধূলার তলে"। শেষ গান গাইব — " ঐ আসনতলে মাটির পরে লুটিয়ে রব"। আমি উপস্থিত ভক্তমন্ডলীকে তাতে যোগ দিতে অনুরোধ জানাতেই ওঁরা সকলে উঠে দাঁড়ালেন। শেষ গান সকলের কণ্ঠে হল ভরে দিল। বলা হয়নি, আমি ইচ্ছা করেই মোটামুটি সহজ তালের গান বেছে ছিলাম যাতে অচেনা তবলা বাদকের সঙ্গে বোঝাপড়ার কোনো অসুবিধা না হয়। তাই মোটামুটি সব গানের সঙ্গে খোল এবং তবলা একসাথে ও দুটি মন্দিরা বেজে সমবেত গানগুলিতে অন্য মাত্রা যোগ করেছিল। তারপর "পাদপ্রান্তে রাখ সেবকে" গান দিয়ে শেষ হল। ওখানকার মানুষরা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন।

এরপর সমাজের বার্ষিক সাধারণ সভা ওখানেই অনুষ্ঠিত হল। আমরা ওখানকার দাতব্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয়ের জন্য কিছু অর্থ দান করলাম যা সানন্দে গৃহীত হল। তারপর বারান্দায় আবার পাত পেড়ে বসা — আবার সাদা ভাত, ডাল, দু'রকমের তরকারি ও টমেটোর চাটনী দিয়ে আহার শেষ হল। এরপর হলে বসে বিশ্রাম ও গল্প। অমরেন্দ্র বাবুর সঙ্গে ঘুরে মন্দিরটি দেখলাম। দাতব্য চিকিৎসলায় যেটি ভক্ত নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় স্থাপন করেন এবং এটি প্রতি সপ্তাহে ৬দিন বহু রোগীর উপকার সাধন করে। এছাড়া লাইব্রেরী ঘর আছে যেখানে বসে বই পড়া যায় আর আছে অতিথিদের থাকার জন্য

একটি ঘর। একটি ঘরে বালেশ্বর ব্রহ্ম মন্দিরের চারজন প্রধান স্থপতির স্মারক ছবি সাজানো আছে — ফকির মোহন সেনাপতি, ভগবানচন্দ্র দাস, নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও পদ্মলোচন দাস।

এবার ফেরার পালা। সকলের কাছে বিদায় নিয়ে হোটেলে ফেরা হল। তারপর মালপত্র নিয়ে স্টেশনে পৌছলাম ৩-৪০ মিনিট। বসে বসে দেখছি কালো মেঘ জমছে আবার উড়ে যাচ্ছে। লোকজন আসছে যাচ্ছে। আমাদের ট্রেন এলো ঠিক সময়ে ৪-২০ মিনিটে। সুবিধা vestibule train. যে দরজা দিয়ে পারলাম উঠে পড়লাম। তারপর আসন খুঁজে নিয়ে বসে পড়লাম। ট্রেন ছাড়ল। পিছনে অনেক সুন্দর অভিজ্ঞতা অনেক সুখ স্মৃতি। বালেশ্বরের মানুষগুলি এত খোলামেলা ওঁদের আপ্যায়ন এত হৃদ্য, আমাদের কোনো অসুবিধা যাতে না হয় তার জন্য ওঁরা সম্পূর্ণ সচেষ্ট ছিলেন, কিন্তু এঁদের ব্যবহার এত সরল স্বাভাবিক যে মনে হচ্ছিল অনেক দিনের চেনা। বাইরে সবুজ ক্ষেতের উপর, বাঁশঝাড়ের উপর যখন অন্ধকার নেমে এলো তখন আমরা গান ধরলাম বর্ষার। সাঁতরাগাছি পৌঁছতে মনটা আবার কলকাতায় ফিলে এল। সাড়ে আটটায় হাওড়া। নেমে ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে লাইনে দাঁড়িয়ে যে যার ট্যাক্সি ধরা হল। বাড়ি পৌঁছে বেল বাজাতে উপর থেকে চাবি নামল। চাবি খুলে ঢুকে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে চোখের সামনে সকালের সমবেত কণ্ঠের গানের ছবি ভেসে উঠল। আলো ভরা, ঝলমলে উপাসনা গৃহে কানে ভেসে এলো খোল ও মন্দিরা সহযোগে আমাদের সমবেত কণ্ঠের গান — " ঐ আসনতলে মাটির পরে লুটিয়ে রব"। এ যে দুটি আনকোরা আনন্দমুখর দিন একি আমাদের অর্জিত না তাঁর দান? যাই ভাবি না কেন আনন্দটা ষোল আনা আমাদেরই।

— শ্রীমতী শুক্লা দাসগুপ্ত

—ঃ স্মরণিকা ঃ—

মরণ সাগর পারে তোমরা অমর তোমাদের স্মরি

৭ই মার্চ (১৯৭৯)	—	আচার্য অনিমেষ দাসগুপ্তের ৩২তম জন্মদিবস।
১৬ই মার্চ (১৯৮৮)	—	প্রফুল্ল কুমার বসুর ২৩তম তিরোধান দিবস।
২৭ শে মার্চ (১৮৯৪)	—	সোফিয়া ডব্‌সন্ কলেন্টের ১১৭তম তিরোধান দিবস।

—ঃ ২০১১ মার্চ মাসের সাপ্তাহিক উপাসনা ও স্মরণ ঃ—

রবিবার ৬ই মার্চ, ২০১১	ঃ	আচার্য	-	শ্রীমতী সুনন্দিতা সেনগুপ্ত
সন্ধ্যা ৬-৩০ টা		স্মরণ	-	আচার্য অনিমেষ দাসগুপ্ত
		সঙ্গীত	-	শ্রীমতী মানসী চ্যাটার্জী
রবিবার ১৩ই মার্চ, ২০১১	ঃ	আচার্য	-	শ্রীমতী সুনন্দা চ্যাটার্জী
সন্ধ্যা ৬-৩০টা		সঙ্গীত	-	ব্রাহ্মযুবজন ও সমবেত ভক্তমণ্ডলী
রবিবার ২০ শে মার্চ, ২০১১	ঃ	আচার্য	-	শ্রীমতী সুনন্দা দাস
সন্ধ্যা ৬-৩০টা	ঃ	সঙ্গীত	-	শ্রীমতী রেবেকা রক্ষিত ও শ্রী অনিরুদ্ধ রক্ষিত
রবীবার ২৭ শে মার্চ, ২০১১	ঃ	আচার্য	-	শ্রীমতী সুনন্দা (রাখী) রায়চৌধুরী
সন্ধ্যা ৬-৩০টা	ঃ	সঙ্গীত	-	শ্রীমতী সুনন্দিতা সেনগুপ্ত ও শ্রী গৌতম সেনগুপ্ত

আপনাদের সবান্ধব উপস্থিতি কামনা করি

—ঃ ২০১১ এপ্রিল মাসের সাপ্তাহিক উপাসনার আংশিক কার্যসূচী ঃ—

রবিবার ৩রা এপ্রিল ২০১১ — আচার্য - ডঃ শুচিতা দেব
সন্ধ্যা ৬-৩০ টা স্মরণ - যোগানন্দ দাস
সঙ্গীত - শ্রীমতী মানসী চ্যাটার্জী

রবিবার ১০ই এপ্রিল ২০১১ — আচার্য - শ্রীসিদ্ধার্থ ব্রহ্মচারী
সন্ধ্যা ৬-৩০ টা সঙ্গীত - ব্রাহ্ম যুব ও ভক্তজন ও সমবেত ভক্তমণ্ডলী

আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ জানাই

—ঃ নূতন সভ্য-সভ্যা ঃ—

বিগত ৯ই জানুয়ারী ২০১১ সমাজের কার্যকরী সভায় গৃহীত অনুমোদন অনুসারে শ্রীমতী সুচরিতা ধর বার্ষিক চাঁদা ৫০ টাকা ও নিজস্ব চাঁদা তহবিল (MOS Fund) ৭৫০ টাকা (র/নং ৪৪৭); শ্রী জয় দত্ত বার্ষিক চাঁদা ৫০ টাকা ও নিজস্ব চাঁদা তহবিল (MOS Fund) ৭৫০ টাকা (র/নং ৪৪৮); শ্রী শুভজ্যোতি দাস বার্ষিক চাঁদা ৫০ টাকা ও নিজস্ব চাঁদা তহবিল (MOS Fund) ৭৫০ টাকা (র/নং ৪৪৯); শ্রী দীপ সেন বার্ষিক চাঁদা ৫০ টাকা (র/নং ৪৫২) প্রদান করে নূতন সভ্য/সভ্যা নির্বাচিত হয়েছেন। এঁদের সকলকে আমরা সাদর অভ্যর্থনা ও শুভেচ্ছা জানাই।

—ঃ শোকসংবাদ ঃ—

বিগত ১লা ফেব্রুয়ারী ২০১১ রাত ৯.২৫ মিঃ প্রয়াত নির্মল চন্দ্র নাগ ও প্রয়াতা শান্তিপ্রভা নাগের কন্যা, শ্রীঅসিতকুমার সেনের পত্নী এবং শ্রীমতী শর্মিষ্ঠা দাস এবং শ্রীঅভীক সেনের মাতা শ্রীমতী শ্রীলা সেন ৭৫ বৎসর বয়সে কলকাতায় পরলোকগমন করেছেন।

বিগত ১৪ই ফেব্রুয়ারী ২০১১ সোমবার সকাল ৭.০৫ মিঃ প্রয়াত আনন্দলাল ঘোষ ও প্রয়াতা সতী ঘোষের পুত্র এবং শ্রীমতী মধুছন্দা ঘোষের স্বামী তথা শ্রী অরিন্দম ঘোষ ও শ্রীমতী তানিয়া লস্করের পিতা শ্রী মুকুল ঘোষ ৭৩ বৎসর বয়সে দীর্ঘ রোগভোগের পর পরলোকগমন করেছেন। প্রয়াত মুকুল ঘোষ এই সমাজ কর্তৃক বিভিন্ন দাতব্যকল্পে নাট্যমঞ্চে আয়োজিত সাজাহান, তাইতো, সেই তিমিরে, চিরকুমার সভা ইত্যাদি নাটকের পরিচালক ছিলেন।

—ঃ ভ্রম সংশোধন ঃ—

বিগত ডিসেম্বর ২০১০ ব্রাহ্ম সম্মিলন বার্তায় কৃতজ্ঞতা স্বীকার অংশে দাতব্য হোমিও চিকিৎসালয় ফণ্ডে শ্রীমতী সুনন্দিনী ব্যানার্জীর স্থলে শ্রীমতী সুনন্দিতা ব্যানার্জী এবং ১০০০ টাকার পরিবর্তে ১০০ টাকা ছাপা হয়েছে। এই মুদ্রণ প্রমাদের জন্য আমরা দুঃখিত।

—ঃ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ—

১৮১ তম মাঘোৎসব স্মারকগ্রন্থ বিজ্ঞাপন ঃ M/s. Washabari Tea Co. Pvt. Ltd. (Back Cover)—Rs. 5000/- (R/No.2439); শ্রী পার্থ বসাক(Full Page) — Rs. 2000/- (R/No. 2441); শ্রী পরাগ রক্ষিত(Full Page) — Rs. 2000/- (R/No. 2442); শ্রী প্রসীদ রঞ্জন দাসগুপ্ত (Half Page) — Rs. 1000/- (R/No. 2443); শ্রীমতী রঞ্জনা রায় (Half Page) — Rs. 1000/- (R/No. 2444); M/s. Priya Entertainment Pvt. Ltd. (Quarter Page) —Rs. 800/- (R/No.2445); শ্রী অভিজিৎ বসু (Half Page) — Rs. 1000/- (R/No. 2452); M/s. Auro Eco Green (Half Page) —Rs. 1000/- (R/No.2454); M/s. International Distributor (Half Page) —Rs. 1000/- (R/No.2456);

M/s.Equinox HR Services Pvt. Ltd. (Half Page) —Rs. 1000/- (R/No.2463); A Well Wisher (Full Page) —Rs. 2000/- (R/No.2464); M/s. Diamond Beverages Pvt. Ltd. (Inside Back Cover) — Rs. 3000/- (R/No.2465); A Well Wisher (Inside Back Cover) — Rs. 3000/- (R/No.2466); M/s. Weilburger Coating (India) Pvt. Ltd. (Full Page) —Rs. 2000/- (R/No.2469); M/s. Ambassador Import & Export Company (Full Page) —Rs. 2000/- (R/No.2470); M/s Peekay Agnecies Pvt. Limited (Half Page) — Rs. 1000/- (R/No. 2474); M/s. Lintas Packaging Pvt. Limited (Ord. Half Page) — Rs. 1000/- (R/No. 2480).

সাধারণ ফণ্ড ঃ শ্রীমতী জয়শ্রী নাথ (প্রয়াত পিতা অশোক নাথ রায়চৌধুরীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে) — ৫০০০ টাকা (র/নং ২৪৭৫); শ্রীরাজীব নিয়োগী — ৫০০০ টাকা (র/নং ২৪৭৬); ডাঃ অরুণ দাস (আবেদনক্রমে)— ১০০০ টাকা (র/নং ২৪৭৭); শ্রীমতী সুনন্দা দাস (আবেদনক্রমে) — ১০০০ টাকা (র/নং ২৪৭৮); শ্রীঋতুরাজ দাসগুপ্ত (মাঘোৎসব উপলক্ষে) — ৫০০ টাকা (র/নং২৪৮১); শ্রীসৌরভ চ্যাটার্জী (১৮১ তম মাঘোৎসবের দিনব্যাপী (৩০/০১/১১) উৎসবের সঙ্গীতের যন্ত্রানুষঙ্গের ব্যয় বাবদ) — ৪০০ টাকা (র/নং ২৪৮২); শ্রীমতী গীতা ভাদুড়ি (দৌহিত্রী শ্রীমতী অনীষা হালডেভ-এর ষষ্ঠ জন্মদিন উপলক্ষে) — ১০০০ টাকা ((র/নং ২৪৮৩) এবং ডাক মাশুল বাবদ — ২০০ টাকা (র/নং ২৪৮৪); শ্রীআশীষ দে ও শ্রীদীপঙ্কর কুমার দে (প্রয়াতা শুচিরা দের আদ্যশ্রাদ্ধ উপলক্ষে) — ১০০ টাকা (র/নং ২৪৮৫); শ্রীমতী সুচেতা নিয়োগী) (ডাক মাশুল বাবদ) — ১৫০ টাকা (র/নং ২৪৮৬)।

ওয়েলফেয়ার ফণ্ড ঃ শ্রীমতী সুচেতা নিয়োগী (প্রয়াতা ভ্রাতৃজায়া শ্রীলা সেনের আদ্যশ্রাদ্ধ (১৩/০২/১১) উপলক্ষে — ১৫০ টাকা (র/নং ২৪৯১)।

মঘোৎসবে দান ঃ শ্রীসন্দীপ বাসু ও শ্রীমতী সুস্মিতা বাসু — ৫০০ টাকা (র/নং ২৪৬২); শ্রীমতী সুনন্দা দাস (শান্তিবাচন উপলক্ষে) —৩০০০ টাকা (র/নং ২৪৭৯)।

—।। বিশেষ ঘোষণা ।।—

ভারত সরকারের রেজিস্ট্রেশন অফ নিউজপেপার্স (সেন্ট্রাল) রুলস, ১৯৫৬ অনুসারে প্রতিটি সংবাদপত্রের একটি আর এন আই নম্বর থাকা প্রয়োজন। এতাবদ্‌কাল এই নম্বর ব্যতীত যে কোন সংবাদপত্র ডাকে পাঠানোর সুযোগ ছিল। অধুনা ভারতীয় ডাক ও তার বিভাগ প্রতিটি সংবাদপত্রে ডাক মাশুলে বিশেষ সুবিধার জন্য পোষ্টাল রেজিস্ট্রেশন নম্বরের সঙ্গে আর এন আই নম্বর বাধ্যতামূলক করেছেন। এই আর এন আই নম্বর পাওয়ার জন্য যথাযোগ্য স্থানে আবেদন করা হয়েছে। পাঠকগণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যতদিন না আর এন আই নম্বর পাওয়া যাচ্ছে, ততদিন অবধি প্রতিটি সংখ্যার ডাক খরচ ২৫ পয়সার পরিবর্তে **চার টাকা** লাগবে।

NOTICE

As per unanimous decision in the Annual General Meeting held on 12.09.2010, the Annual Subscription has been revised to Rs. 100/- w.e.f. 01.04.2011 from previous subscription of Rs. 50/-. The Member's Own Subscription Fund (MOSF) has been revised to Rs. 1000/- wef 01-04-2011.

Brahmo Sammilan Barta will be available on Samaj Website.

Look out for Samaj site : www.thebrahmosamaj.org/samajes/sammilan.html

লেখক-লেখিকার নিজস্ব মতামতের জন্য সমাজ ও সম্পাদক-মণ্ডলী কোনক্রমে দায়ী নহেন।

Editorial Board : Sm Sunanda Das, Dr. Madhusree Ghosh, Dr. Kalyansri Das Gupta and Sri Sanjib Mukherjee. Printed and Published by Sri Prabir Ranjan Das Gupta on behalf of Brahmo Sammilan Samaj, 1A, Dr Rajendra Road, Kolkata-700 020 and Printed at Bhowanipur Art Press, 80, Ashutosh Mukherjee Road, Kolkata-700 025 and Published from Kolkata. Editor : Dr. Madhusree Ghosh.

Date of Publication : 1st March, 2011